

ব্রহ্ম হচ্ছো প্রাণের চূড়ান্ত স্থিতিবস্থা

প্রাণের দুটো অবস্থা। যটোর ওপরে আমরা বঁচি, চলাফেরা করছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঝগড়া করছি, যা কিছু করছি, তা প্রাণের চঞ্চল অবস্থা থেকে। কিন্তু এটা ক্ষণস্থায়ী। তাহলে প্রাণের আর একটা উল্টো অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছো স্থিতি। অর্থাৎ স্থিতি প্রাণ, সেটাই ব্রহ্ম, ভগবান, যাই বলো। শেষ কথা। সে হচ্ছো প্রাণের স্থিতিবস্থা, আর চঞ্চল প্রাণ জীবাবস্থা।

এই প্রাণটা যতক্ষণ চঞ্চল হয়ে আছে আমাদের শরীরের মধ্যে ততক্ষণই আমরা বঁচি। কিন্তু যাই প্রাণটা থমে গেলে অমনমিরে গেলোম। তাহলে জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কি? - না, জন্ম হচ্ছো প্রাণের চঞ্চল দিকে চলে যাওয়া, আর মৃত্যু হচ্ছো প্রাণের স্থিতিত্বের দিকে চলে যাওয়া।

প্রাণের এই যে স্থিতিবস্থা, এটা আদিও অনাদি। এর কোনো ক্ষয় নাই। এর কোনো উত্পত্তিও নাই, চরিশাশ্বত। তার থেকে যখন চঞ্চল হল প্রাণটা, তখন আমরা জন্মগ্রহণ করলাম এবং পৃথিবীতে আসলাম। প্রত্যেকেটি প্রাণীর এই একই অবস্থা। সে মানুষ বলো, বাঘ বলো, হাতি বলো, মশা, মাছি, যাই বলো না কেন, সবার ক্ষেত্রে একই নয়িম। তাই সকলের মধ্যে, এই চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুণ, আমাদের পটেতে ক্ষুধা আছে, হিংসা আছে, লোভ আছে, ক্রোধ আছে। মানতে, যত ইন্দ্রিয়ই সব এই চঞ্চল অবস্থার মধ্যে আছে। যদি আমরা স্থিতিবস্থায় যেতে পারি, তাহলে কিছুই নাই। এখানইে ক্রিয়াযোগের মাহাত্ম।

তাহলে যেটা বলছিলাম, আমরা যখন মরে গেলোম তখন প্রাণের সেই স্থিতিবস্থায় চলে গেলোম। এটা "কে এই শ্যামাচরণ" গ্রন্থটার মধ্যে পরিস্কারভাবে দেওয়া আছে। যে, যখন একটা প্রাণী মারা গেলে, সে মানুষ হোক, আর যে কেউই হোক, তখন সে প্রাণের চঞ্চলতার দশ শতাংশে চলে গেলে। একশো শতাংশে এখন চঞ্চল, সে তখন দশে চলে গেলে। যদি একবোরের শূণ্য হয়ে যেতে, শূণ্য শতাংশে, তাহলে কিন্তু তার আর পুনর্জন্ম হতো না।

তাহলে বজ্রিঞনটা থেকে এটা পাচ্ছি, আমরা যদি মুক্তি চাই তাহলে আমাকে শূণ্য শতাংশে যেতেই হবে। তাহলে ক্রিয়াযোগের এখানইে মাহাত্ম। ক্রিয়াযোগ আমাকে সেই শূণ্য শতাংশে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া পৃথিবীতে আর কারো কোনো ক্ষমতাই নাই। এই কারণে "যোগরিজ" বলেছেন, "ক্রিয়া সত্য আর সব মথিয়া"।

তাহলে "ব্রহ্ম হচ্ছো প্রাণের চূড়ান্ত স্থিতিবস্থা"। আর জীব হচ্ছো প্রাণের চঞ্চলতার চূড়ান্ত অবস্থা। তাহলে এই দুটো চূড়ান্তের মাঝখানে কি আছে? - ধরো, চূড়ান্তে নাই, আমি স্থিতিত্বও যেতে পারিনি। তাহলে কোথায় গেলোম? - তা, হবে না। কারণ তোমার একশো শতাংশ যে স্থিতি, তুমি যদি নব্বই শতাংশকে স্থিতি করতে পারো তাহলে দশ শতাংশ চঞ্চল আছে।

তাহলে, ক্রিয়া করে যদি কোনো মানুষ, এই জীবনে দশ শতাংশে চলে যেতে পারে, তাহলেও 'পুনর্জন্ম ন বদ্যতে'। কিন্তু কেউ যদি একদম একশো শতাংশ স্থিতিবস্থায় ফিরে গিয়ে দেহ ত্যাগ করতে পারে, তার তো কোটি কোটি বছরের মধ্যে আর জন্ম নাই, সে জন্মরহিত হয়ে গেলে। আর তার জন্ম নাই। কিন্তু দশ শতাংশে গেলেও এই মনিমাম্, হয়তো হাজারের মধ্যে এক শতাংশ চান্স - জন্মের - থাকে। সাধারণতঃ চান্স থাকে না। তাহলে তো গীতা মথিয়া হয়ে যাবে।

এটা একটা বচি়ারে পাওয়া যাচ্ছে ।

তো, সেইজন্যে, "ব্রহ্ম" তাহলে কি? - ব্রহ্ম আমাদের সকলের ভিতরই আছে, প্রাণের স্থি়াবস্থা । আর জীবাবস্থা কি? - প্রাণের চঞ্চল অবস্থা । পার্থক্য এইটুকু । আর কছু নাই ।

